কোটচাঁদপুরে ঘরের তালা ভেঙ্গে নগদ টাকা ও স্বর্ণালংকার চুরি

প্রকাশ্য দিনের বেলা ঘরের তালা ভেঙ্গে নগদ টাকা ও স্বর্ণালোকার নিয়ে গেছে চোরেরা। আজ বৃহস্পতিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে কোটচাঁদপুর বালিকা বিদ্যালয় সংলগ্ন আব্দুল কাদের মন্টু মিয়ার বাড়ির নিচ তলায়।

ভুক্তভোগী শিক্ষক ইসমত আরা বলেন,আমরা বাড়িতে মূলত তিন জন বসবাস করি। এর মধ্যে আমি কোটচাঁদপুর মহিলা মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করি, মেয়ে বালিকা বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করেন। আর মেয়ের আব্বা প্রায় সময় বাড়িতেই থাকেন।

তিনি বলেন, আজ বৃহস্পতিবার সকালে আমি ও আমার মেয়ে স্কুলে চলে যায়। আর ওনি যান কোটচাঁদপুর মেইনবাসস্টে আত্মীয়ের বাসায় আম পাঠাতে। এরপর বাড়িতে ফিরে এসে দেখত পান বাড়ির সব কাপড় চোপড় এলোমেলো, আলমারি, শোকেশ ও ঘরের দরজার তালা ভাঙ্গা। এ সব দেখে ওনি আমাকে মোবাইল করেন। তবে আমি ব্যস্ত ধাকায় মোবাইল রিসিভ না করায় আমার স্বামী মাদ্রাসা চলে যান। এরপর জানান এ ঘটনা। পরে আমি বাড়িতে এসে দেখতে পায় সব কিছু এলোমেলো।

তিনি আরো বলেন, চোরেরা ঘর থেকে নগদ ৬০ হাজার টাকা ও ৭ ভরি মত স্বর্ণালোংকার নিয়ে যান। এতে করে ১০/১২ লাখ টাকার ক্ষতি সাধিত হয়েছে বলে দাবি করেছেন তিনি।

কোটচাঁদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কবির হোসেন মাতুব্বর বলেন,খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে কোটচাঁদপুর থানার উপপরিদর্শক এসআই মাসুম বিল্লাহ কে পাঠিয়ে ছিলাম। তিনি জানিয়েছেন ঘরের তালা চাবি দিয়ে খুলে এ চুরি সংগঠিত হয়েছে। একটা তালাও ভাঙ্গা হয়নি।

তিনি বলেন, মাসুম বিল্লাহ ঘটনাটি তদন্ত করছেন। তদন্ত শেষে বিস্তারিত বলা সম্ভব হবে। এ ছাড়া ভুক্তভোগীরা থানায় অভিযোগ দিলে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

কোটচাঁদপুরে স্ত্রীর দেয়া ধর্ষণ মামলায় বেকায়দায় স্বামী

প্রেম করে বিয়ে করেন সৌমিক নাজিফা (শুপ্তি) ও ওলিয়ার রহমান লিয়ন। দাম্পত্য জীবনের ১০ মাস পর এখন স্ত্রীর দেয়া ধর্ষণ মামলা কাধে নিয়ে ঘুরছেন ওই স্বামী। সে কোটচাঁদপুর বাজে বামনদহ পালপাড়ার শুকুর আলীর ছেলে। বিষয়টি তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণে সংশ্লিষ্টদের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন ভুক্তভোগী।

ভুক্তভোগী ওলিয়ার রহমান (লিয়ন) বলেন, বিয়ের আগে আমার সঙ্গে ৬/৭ মাস সম্পর্ক ছিল সুপ্তির। সেটা ওর পিতা জানতে পেরে অন্যত্র বিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছিল। এ সময় আমরা এক সাথে তাঁর মামার বাড়ি সলেমানপুর রবিউল ইসলামের বাড়িতে যায়। এরপর আব্দুল কাদের হুজুরকে ডেকে এনে হাতে হাত দিয়ে কবুল পড়িয়ে দেন। এরপর থেকে আমরা দীর্ঘ ১০ মাস যবাৎ দাম্পত্য জীবন কাটিয়েছি।

তবে মাঝে মধ্যে আমার স্ত্রী সঙ্গে একটু ঝামেলা হতো। এটা নিয়ে তাঁর পরিবারের লোকজন খারাপ আচরণ করতো আমার ও আমার পরিবারের মানুষদের সঙ্গে। সে কারণে আমি আইন মোতাবেক তাঁর খোরপোশের টাকা দিয়ে তালাক দিই। এতে করে তারা আমাকে কোন রকম আটকাতে না পেরে, তারা আমার নামে ধর্ষন মামলা দিয়েছেন।

অন্যদিকে মেয়ের পিতা ফিরোজ হোসেন বলেন, তারা সম্পর্ক করে বিয়ে করেন। তবে আমি প্রথম থেকেই ওই বিয়ের বিরোধিতা করে আসছিলাম। তবে বিয়ের বেশ কিছু দিন পর জানতে পারলাম,ওলিয়ার মেয়েকে মারধর সহ শারিরীক ভাবে নির্যাতন করেন। আর তারা যে বিয়ে করেছেন, এর কোন কাগজপত্র এখনও দেখাতে পারেনি। এ কারণে তাঁর নামে ধর্ষণ মামলা করা হয়েছে।

খোরপোষের টাকা নিয়ে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, ওরা নিজেরা টাকা পাঠিয়ে, নিজেরাই রিসিভ করেছেন। এখন তারা মিথ্যা কথা বলছেন। আমি কোন টাকা রিসিভ করি নাই।

প্রতিবেশী শাকিল হোসেন বলেন, আগে থেকে তাদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক ছিল। ঘটনাটি জানাজানি হয়ে গেলে, তারা বিয়ে করেন। পরে সলেমানপুর মেয়ের মামা রবিউল ইসলামের বাড়ি থেকে মেয়ে তুলে দেন। ওইদিন কাজী দিয়ে বিয়ে হয়েছিল কিনা জানিনা। তবে হুজুর ডেকে দোয়া

অনুষ্ঠান করেছিল।

হুজুর আব্দুল কাদের বলেন, ঘটনা তো এক বছর আগের। মেয়ের মামা রবিউল ইসলামের ছেলে আমার কাছে পড়েন। হঠাৎ করে মসজিদে এসে বলেন আমার ভাগ্নির কাবিন করে বিয়ে হয়ে গেছে। আপনি ছেলেকে নিয়ে আসেন একটু দোয়া করে দিবেন। সে কথা মোতাবেক আমি গিয়েছিলাম। এরপর আমি দোয়া করে চলে আসি। তবে কাবিন কোথায় করেছে, কিভাবে করেছেন আমি জানিনা।

ঘটনাটি সুষ্ঠু তদন্ত পূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তাব্যক্তিদের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন ভুক্তভোগী ও তাঁর পরিবার।

হ্যাকারদের দৌরাত্ম্যে বেকায়দায় কোটচাঁদপুরের ভাতাভোগীরা

বিকাশ ও নগদ হ্যাকারদের দৌরাত্ম্যে বেকায়দায় কোটচাঁদপুরের ভাতাভোগীরা। ফোন করে পিন নম্বর চাওয়ায় ভাতার টাকা নিয়ে শঙ্কায় আছেন তারা।

জানা যায়, কোটচাঁদপুর উপজেলায় ১৩ হাজার ৫৫৫ জন ভাতাভোগী রয়েছেন। তিন মাস পর পর মোবাইলে তাদেরকে দেওয়া হয় ভাতার টাকা। আর এ টাকা দেওয়ার সময় হলেই সক্রিয় হয়ে ওঠেন বিকাশ ও নগদ হ্যাকাররা। ফোন করে ভাতাভোগীদের কাছে চান পিন নম্বর। না দিলে ভাতা বন্ধ করে দেওয়ার হুমকিও দেওয়া হচ্ছে তাদের।

এদের একজন কোটচাঁদপুর তালসার গ্রামের আব্দুল সাত্তার। তিনি বলেন, আমার মা আমেনা খাতুন। উনার নতুন করে বিধবা ভাতার কার্ড হয়েছে। সোমবার রাতে হঠাৎ করে ফোন আসে ০৯৬৩৮৯৭০৬৮৮ নম্বর থেকে। বলেন, “আমি সমাজসেবা অফিস থেকে বলছি। আপনার মোবাইলের পিন নম্বরটা দিন। আপনার মায়ের টাকা এসেছে, পিন দিলে টাকা পাবেন।”

একইভাবে ওই নম্বর থেকে ফোন করা হয় তালসার গ্রামের আকিমুল ইসলাম সাজুর কাছে। তিনি বলেন, “রাত তখন ৯টা বাজে। ওই নম্বর থেকে ফোন করে বলেন, আপনি কি ওয়াদুদ ভুইয়া বলছেন? আমি সমাজসেবা অফিস থেকে বলছি। আপনার নামে টাকা এসেছে। পিন নম্বর দিলে টাকা দিতাম আপনাদের।”

এভাবেই একাধিক ভাতাভোগীর কাছে ফোন করে পিন নম্বর চাইছেন হ্যাকাররা।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা বশির আহম্মেদ। তিনি বলেন, “এ উপজেলায় মোট ১৩ হাজার ৫৫৫ জন ভাতাভোগী রয়েছেন। যার মধ্যে বয়স্ক ভাতা পান ৬ হাজার ২০৬ জন, বিধবা ২ হাজার ৯৭০ জন, প্রতিবন্ধী ৪ হাজার ৩৭৯ জন। যাদেরকে আমরা তিন মাস পর পর ভাতার টাকা দিয়ে থাকি। আর এ টাকা দেওয়ার সময় হলেই হ্যাকাররা সক্রিয় হয়ে ওঠেন।”

তিনি বলেন, “আজ সকাল থেকে ৭-৮ জন ভাতাভোগীর অভিযোগে জানতে পেরেছি, হ্যাকাররা টাকা নিতে তাদের কাছে পিন নম্বর চায়। তারা পিন নম্বর না দিয়ে অফিসে এসেছেন।”

কোটচাঁদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কবির হোসেন মাতুব্বর বলেন, “এখনো পর্যন্ত থানায় কোনো জিডি বা অভিযোগ হয়নি। তবে এ ধরনের অভিযোগ নিয়ে প্রায় সময় ভুক্তভোগীরা আসেন। এসব নিয়ে এর আগে অনেক জিডিও আছে থানায়।”

কোটচাঁদপুরে ভুল চিকিৎসায় মারা গেলো কৃষকের গরু

স্যালাইন দিয়ে গরু মেরে ফেলার অভিযোগ উঠেছে পশু চিকিৎসক সাজ্জাদ হোসেন ও নাজিম উদ্দীনের বিরুদ্ধে। ওই ঘটনার প্রতিকার চেয়ে গত সোমবার কোটচাঁদপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা বরাবর আবেদন করেছেন ভুক্তভোগী জাহাঙ্গীর হোসেন (বাবু)। তদন্ত করে ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে জানিয়েছেন প্রাণীসম্পদ

কর্মকর্তা জিল্লুর রহমান।

জানা যায়, কোটচাঁদপুর উপজেলার দোড়ার কারিগর পাড়ার বাসিন্দা জাহাঙ্গীর হোসেন (বাবু)। পেশায় তিনি কৃষক। কৃষি কাজের পাশাপাশি গরুও পালন করেন বাবু। গত ৯ মে রাতে তাঁর গরু অসুস্থ্য হয়ে পড়েন। এ সময় তিনি পাশের গ্রামের পশু চিকিৎসক সাজ্জাদ হোসেনকে ডাকেন। সাজ্জাদ হোসেন রাতে এসে চিকিৎসা দিলে গরু সুস্থ্য হয়ে যায়।

এরপর গত শনিবার ১০ মে সকালে গরুকে আরো কিছু চিকিৎসা দেয়ার জন্য নাজিম উদ্দীন নামের আরেক পল্লী চিকিৎসক কে সাথে করে ওইবাড়িতে আসেন সাজ্জাদ হোসেন। এরপর চিকিৎসা দেন গরুটিকে। এর কিছুক্ষন পর মারা যায় গরুটি। এ সময় ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যান ওই দুই চিকিৎসক। ফেলে যান তাদের বহনকারী মটর সাইকেল এমনটাই দাবি করেন ভুক্তভোগী জাহাঙ্গীর হোসেন (বাবু)। তিনি বলেন, গরু অসুস্থ্য হলে প্রথম দিন রাতে ওই চিকিৎসককে আমি ডেকে ছিলাম। চিকিৎসা দেয়ার গরু ভাল ছিল। গত শনিবার সকালে সাজ্জাদ ও নাজিম নামের দুই জন এসে গরুর চার পা বেঁধে স্যালাইন দেন। এ ছাড়া ওই স্যালিানের মধ্যে দেন আরো কিছু ইনজেকশন।

এর কিছুক্ষন পর মারা যান আমার গরুটি। তিনি ওই ঘটনার প্রতিকার চেয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর আবেদন করেছেন। এর অনুলিপি দিয়েছেন উপজেলা প্রাণী সম্পাদক কর্মকর্তা বরাবর। এতে করে ওই চাষি ৮০ হাজার টাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন বলে দাবি করেছেন আবেদনে।

পশুচিকিৎসক সাজ্জাদ হোসেন বলেন,গরুটি গরমে স্ট্রোক করেছিল। ওইদিন রাতে চিকিৎসা দেওয়ার পর একটু সুস্থ্য হয়েছিল। পরের দিন গরুর মালিক ডাকেন গরু দূর্বল। সে কারনে আরো কিছু ওষুধ দেয়ার জন্য। এ কারনে গরুটিকে স্যালাইন দেবার জন্য আরেকজনকে ডেকে নিয়ে যায়। এরপর স্যালাইন দেবার পর গরুটি আবারও স্ট্রোক করে,মারা যায়। এ সময় তারা আমাদের উপর চড়াও হন মারতে। জোর করে রেখে দেন আমাদের দুইটি মটর সাইকেল। তবে ওই ধরনের চিকিৎসা আপনারা দিতে পারেন কি, এমন প্রশ্নে তিনি কোন সদোত্তর দেননি।

ওই দুই চিকিৎসকের মধ্যে সাজ্জাদ হোসেন কোটচাঁদপুরের দোড়ার হঠাৎ পাড়ার আলতাপ হোসেনের ছেলে ও নাজিম উদ্দীন একই উপজেলার বলরামনগর গ্রামের বাসিন্দা।

উপজেলা প্রাণী সম্পাদক কর্মকর্তা জিল্লুর রহমান বলেন, এ ধরনের চিকিৎসা ওনারা দিতে পারেন না। আমি ভুক্তভোগীদের অভিযোগ হাতে

পেয়েছি। তদন্ত করে দেখা হবে। এরপর তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নিবেন বলে জানিয়েছেন তিনি।

কোটচাঁদপুরে চালের দোকানে অভিযান, জরিমানা আদায়

কোটচাঁদপুরে চালের দোকানে অভিযান চালিয়েছেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট। সোমবার দুপুরে স্থানীয় চাল বাজারে এ অভিযান পরিচালিত হয়। অভিযানে দুই ব্যবসায়ীকে মোট ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

জানা যায়, পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার না করায় কোটচাঁদপুর চাল বাজারে অভিযান পরিচালনা করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কাজী আনিসুল ইসলাম।

এ সময় চাল ব্যবসায়ী শংকর কুমার সাহাকে ১০ হাজার টাকা এবং সরজিত কুমার ঘোষকে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়, যা সর্বমোট ২৫ হাজার টাকা।

অভিযানকালে জেলা সহকারী পাট কর্মকর্তা, উপজেলা পাট কর্মকর্তা এবং উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।

কোটচাঁদপুরে ছেলেকে ফাঁসানোর প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন

চুয়াডাঙ্গায় ইতালি প্রবাসী কাজী আমির মোঃ রিন্টু ওরফে দোদুলকে ষড়যন্ত্র করে নিঃসংশ ভাবে কুপিয়ে হত্যা এবং তাঁর মাদ্রাসার শিক্ষার্থী নাবালক ছেলে রিফাত হোসেনকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর

প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন করেছেন নিহতের ছোট ভাই কামাল উদ্দিন।

রবিবার সকালে ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলা প্রেসক্লাবে এ সংবাদ সম্মেলনে করা হয়। সেসময় লিখিত বক্তব্যে মোঃ কামাল উদ্দিন বলেন, “আমার ভাই কাজী আমির মোঃ রিন্টু দীর্ঘ ২০ বছর ইতালিতে অবস্থান করছিলেন।

তিনি তাঁর আয়ের অধিকাংশ টাকা শ্বশুর ও শ্যালকের হাতে পাঠাতেন। শ্বশুর অনিকুল ইসলাম কবির ও শ্যালক রাসেল হোসেন মিলে প্রায় ১ কোটি ৮০ লাখ টাকা আত্মসাৎ করেন।”

তিনি আরও বলেন, “দেশে ফেরার পর রিন্টু টাকা-পয়সার হিসাব চাইলে শ্বশুরপক্ষের সাথে তাঁর বিরোধের সৃষ্টি হয়। একই সাথে স্ত্রীর পরকীয়ার সম্পর্কের বিষয় জানতে পারায় পারিবারিক কলহ চরমে ওঠে। পরবর্তীতে ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে রিন্টু কুষ্টিয়া শহরে ভাড়া বাসায় অবস্থান করলেও, পুনরায় চুয়াডাঙ্গার নিজ বাড়িতে ফেরার পর তাঁর জীবন হুমকির মুখে পড়ে।”

কামাল উদ্দিন অভিযোগ করেন, গেল ২২ মার্চ রাতে পরিকল্পিতভাবে রিন্টুকে হত্যা করা হয়। এই হত্যাকাণ্ডের পেছনে তাঁর স্ত্রী রত্না খাতুন, শ্বশুর অনিকুল ইসলাম কবির ও শ্যালক রাসেল হোসেনের হাত রয়েছে। হত্যার আলামত নষ্ট করতে বাড়ির আসবাবপত্র ভাঙচুরও করা হয় বলে অভিযোগ করেন তিনি।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, হত্যার পর ষড়যন্ত্রকারীরা মামলা সাজাতে রিন্টুর মেয়ে জারিন ইয়াসমিন রিতুর মাধ্যমে রিন্টুর ছেলে কেএম রিফাতের নামে মিথ্যা মামলা দায়ের করান। বর্তমানে রিফাত যশোরের শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রে আটক রয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে কামাল উদ্দিন প্রকৃত হত্যাকারীদের দ্রুত আইনের আওতায় এনে শাস্তির দাবি জানান। একই সঙ্গে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করে রিফাতের মুক্তির জোর দাবি জানান তিনি। তিনি এ ব্যাপারে যথাযথ তদন্ত করে বিচার নিশ্চিতে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

কোটচাঁদপুরে দ্রুতগামী মোটরসাইকেলের ধাক্কায় শিশু আহত

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে দ্রুতগামী মোটরসাইকেলের ধাক্কায় তিন বছরের শিশু আলামিন হোসেন আহত হয়েছে। শিশুটি তার মায়ের কোলে ছিল। ধাক্কায় মায়ের কোল থেকে ছিটকে পড়ে গেলে গুরুতর আহত হয় সে। ঘটনাটি ঘটেছে গত ২ এপ্রিল উপজেলার বলুহর গ্রামের শেখপাড়ায়। অভিযোগ করেও সাড়া না পেয়ে হতাশ পরিবারটি।

আহত শিশুর মা কাকলী বেগম জানান, “গত ২ এপ্রিল, বুধবার রাত ৮টার দিকে আমরা সবাই বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ছিলাম বিয়েবাড়ি যাবার প্রস্তুতিতে। আলামিন ছিল আমার কোলে। হঠাৎ একটি দ্রুতগতির মোটরসাইকেল আমাকে ধাক্কা দেয়। ধাক্কায় আমার কোল থেকে আলামিন ছিটকে পড়ে যায়। মাটি থেকে তুলতেই বুঝতে পারি, কোথাও ভেঙে গেছে।”

তাৎক্ষণিকভাবে আলামিনকে কোটচাঁদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানকার চিকিৎসকরা ঈদের পরদিন হওয়ায় চিকিৎসক সংকট দেখিয়ে কোনো চিকিৎসা না করেই শিশুটিকে যশোর হাসপাতালে রেফার করেন।

কাকলী বেগম আরও বলেন, “সেদিন মোটরসাইকেলে চারজন আরোহী ছিল। তাদের মধ্যে হৃদয় ঢালীকে আমি চিনতে পেরেছি। বাকি তিনজনকে চিনতে পারিনি। এলাকার লোকজন সালিশ করে মীমাংসার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু ব্যর্থ হন। পরে গত ১২ এপ্রিল কোটচাঁদপুর থানায় লিখিত অভিযোগ করেছি। কিন্তু কয়েক দিন পেরিয়ে গেলেও এখনও কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।”

আহত শিশু আলামিন বলুহর গ্রামের ট্রাকচালক জাহিদুল ইসলামের ছেলে। বর্তমানে সে বাড়িতে চিকিৎসাধীন রয়েছে।

এ বিষয়ে কোটচাঁদপুর থানার সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) মফিজুর রহমান বলেন, “ঘটনার বিষয়ে থানায় অভিযোগ করা হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে আগামী শুক্রবার ওসি স্যার দুই পক্ষকে নিয়ে বসবেন।”

কোটচাঁদপুরে বাসের ধাক্কায় ভ্যানচালক নিহত

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে বাসের ধাক্কায় চৈতন্য পাল (৪০) নামে এক ভ্যানচালক নিহত হয়েছেন। তিনি ফাজিলপুর গ্রামের কার্তিক পালের ছেলে।

রবিবার সকাল আনুমানিক ৮টার দিকে উপজেলার এলাঙ্গী ইউনিয়ন পরিষদের পাশে মাঠের মধ্যে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, চৈতন্য পাল পেশায় ভ্যানচালক। তিনি সকালে পাতবিলা থেকে কলা নিয়ে সাবদারপুর বাজারে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে এলাঙ্গী ইউনিয়ন পরিষদের সামনে পৌঁছালে একটি দ্রুতগামী বাস তাকে ধাক্কা দিয়ে পালিয়ে যায়। ধাক্কায় ভ্যান থেকে ছিটকে পড়ে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

কোটচাঁদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের দায়িত্বরত উপ-সহকারী মেডিকেল অফিসার মাহাবুবুর রহমান জানান, সকাল ৯টার দিকে চৈতন্য পালকে হাসপাতালে আনা হলে তাকে মৃত ঘোষণা করা হয়। পরে লাশ পোস্টমর্টেমের জন্য পাঠানো হয়েছে।

নিহতের চাচাতো ভাই তারিফ জানান, দুর্ঘটনাটি ফাঁকা মাঠের মধ্যে হওয়ায় প্রত্যক্ষদর্শী কেউ ছিল না। ফলে কোন বাসটি ধাক্কা দিয়েছে, তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি। তবে কিছুটা দূরে থাকা লোকজন জানিয়েছেন, ওই সময় ‘হাজী ডিলাক্স’ ও ‘দর্শনা ডিলাক্স’ নামের দুটি বাস ঘটনাস্থল অতিক্রম করেছিল।

কোটচাঁদপুর মডেল থানার এসআই আল আমিন জানান, দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেখি মূল সড়কের ওপর চৈতন্য পালের মরদেহ পড়ে রয়েছে। পরে তার স্বজনদের সহায়তায় মরদেহ হাসপাতালে পাঠানো হয়। তিনি আরও জানান, দুর্ঘটনাটি সকাল বেলা এবং ফাঁকা এলাকায় ঘটায় কোন বাস ধাক্কা দিয়েছে, তা এখনও নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি।

নিহত চৈতন্য পাল ছিলেন পিতার একমাত্র ছেলে এবং দুই সন্তানের জনক।

তিনি পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি ছিলেন। তার মৃত্যুতে পরিবারে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

কোটচাঁদপুর ঋষি পাড়ায় অভিযান, দুই মাদক কারবারি আটক

খুলনা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কোটচাঁদপুরের ঋষি পাড়ায় অভিযান চালিয়ে দুই নারী মাদক কারবারিকে আটক করেছে।

শনিবার সকালে পরিচালিত এ অভিযানে জব্দ করা হয়েছে ১ কেজি গাঁজা, ৪ লিটার চুলাই মদ ও মদ তৈরির বিভিন্ন সরঞ্জাম।

অধিদপ্তরের সূত্রে জানা যায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে খুলনা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের একটি দল কোটচাঁদপুরের ঋষি পাড়ায় অভিযান চালায়। অভিযানে আটক হন মনা দাসের মেয়ে উমা রানী
(৪২) ও সুশান্ত দাসের স্ত্রী তারা রানী (২৮)। তাদের কাছ থেকে উল্লেখিত মাদকদ্রব্যসহ চুলাই মদ তৈরির সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়।

অধিদপ্তরের পরিদর্শক জালাল হোসেন বলেন, “গোপন তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে দুই মাদক কারবারিকে আটক করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে কোটচাঁদপুর থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।”

কোটচাঁদপুর থানার ডিউটিরত উপপরিদর্শক (এসআই) শারমিন আক্তার জানান, “খুলনা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক জালাল হোসেন দুইটি আলাদা মামলায় দুইজন আসামিকে থানায় হস্তান্তর করেছেন। একটি গাঁজা ও অন্যটি চুলাই মদের মামলা।”

কোটচাঁদপুরের তালসার জিটি কলেজের ম্যানেজিং কমিটি গঠনে অনিয়মের অভিযোগ

কোটচাঁদপুর উপজেলার তালসার জিটি কলেজের ম্যানেজিং কমিটি গঠনে অনিয়মের অভিযোগ তুলেছেন স্থানীয় ঘাঘা-তালসারবাসী।

এ অভিযোগের প্রতিবাদে বুধবার বিকেলে তালসার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে প্রতিবাদ সভা করেন এলাকাবাসী। তারা অবিলম্বে বর্তমান কমিটি বাতিল করে নতুন কমিটি গঠনের দাবি জানান।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, প্রায় ছয় মাস আগে কলেজ পরিচালনার জন্য একটি এডহক কমিটি গঠন করা হয়। ওই কমিটির সভাপতি ছিলেন ঘাঘা গ্রামের হারুন অর রশিদ। অন্যান্য সদস্যরা ছিলেন আনোয়ার হোসেন, হাফিজুর রহমান, মোফাজ্জল হোসেন এবং সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ রাশেদুল ইসলাম।

গত ২৬ মার্চ কলেজের পূর্ণাঙ্গ ম্যানেজিং কমিটি গঠন করে তা অনুমোদনের জন্য বোর্ডে পাঠানো হয়। নতুন কমিটিতে সভাপতি হিসেবে রাখা হয়েছে কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ আব্দুল খালেককে। এ নিয়েই শুরু হয়েছে বিরোধ। স্থানীয়দের অভিযোগ, কলেজের প্রতিষ্ঠাকালীন অধ্যক্ষ ছিলেন আব্দুল খালেক এবং সে সময় শিক্ষক নিয়োগের নামে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ ছিল তার বিরুদ্ধে।

এছাড়া, পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠনের সময় এডহক কমিটির কোনো সদস্য বা স্থানীয়দের মতামত নেয়া হয়নি বলে অভিযোগ উঠেছে। বিষয়টি জানতে না পারার কথাও বলেছেন এডহক কমিটির কয়েকজন সদস্য।

প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখেন মেহেদী হাসান পাতা, আব্দুল মোতালেব, ফারুক হোসেন, আব্দুল করিম, শফিউদ্দিন লস্কর ও বাহার আলী। বক্তারা অভিযোগ করেন, কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ রাশেদুল ইসলাম স্থানীয় এক বিএনপি নেতার সহযোগিতায় অনিয়ম করে ‘পকেট কমিটি’ গঠন করেছেন। তারা বলেন, “যে অধ্যক্ষ কলেজের শুরু থেকেই ভালো কিছু করেননি, বরং দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন, তাকেই আবার সভাপতি করা হয়েছে। আমরা এই কমিটি মানি না।”

এ বিষয়ে জিটি কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ রাশেদুল ইসলাম বলেন, “আমি আমার কলেজের সভাপতি হারুন অর রশিদ ও সংশ্লিষ্ট নেতৃবৃন্দের পরামর্শে কমিটি গঠন করে অনুমোদনের জন্য পাঠিয়েছি। যা ইতোমধ্যে অনুমোদনও হয়েছে।” এরপর তিনি আর কোনো মন্তব্য না করে ফোন বন্ধ করে দেন।

এডহক কমিটির সভাপতি হারুন অর রশিদ বলেন, “আমি নিয়ম অনুযায়ী এডহক কমিটির সভাপতি ছিলাম এবং নিয়ম মাফিকই পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করা হয়েছে। কেউ যদি বলেন, তারা জানেন না, তবে সেটা মিথ্যা। তাদের উদ্দেশ্য আছে তারা তাদের পছন্দের লোককে কমিটিতে বসাতে চায়। সেটি সম্ভব না হওয়ায় এখন তারা আন্দোলন করছে।”